আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ৪৬ | জানুয়ারি ২য় সপ্তাহ, ২০২১ ঈসায়ী

mPx

১ বছরে ৮ শতাধিক ফিলিস্তিনি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল - আল-জাজিরার প্রতিবেদন | 1

আসামের বিধানসভায় রাষ্ট্র পরিচালিত সকল মাদরাসা বন্ধের বিল পাস, একাধিক জায়গায় মসজিদ ভাঙার চেষ্টা উগ্র হিন্দুদের | 1

টিকছড়িতে চাঁদা না দেওয়ায় যুবলীগ নেতার মাদরাসায় হামলা আহত ১০ মাদরাসা-ছাত্র | 3

পাকিস্তানে টিটিপির হামলা জোরদার, পাক রেজিমে আতঙ্কের ছায়া | 3

মালিতে আল-কায়েদার পৃথক পৃথক হামলায় নিহত অর্ধশত মুরতাদ সৈন্য, অনুষ্ঠানে ফরাসি বিমান হামলায় নারী-শিশুসহ শতাধিক মুসলিমের প্রাণহানি | 4

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার-মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধশত হামলা, ৩ সংসদসদস্যসহ নিহত ৬০ | 5

সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশে ক্রুসেডার রাশান ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা,নিহত ২০ রুশ সৈন্য | 6

আফগানিস্তানজুড়ে তালেবানের শতাধিক হামলা, কাবুল বাহিনীর ৫ শতাধিক সৈন্য নিহত | 6

ফিলিস্তিন

১ বছরে ৮ শতাধিক ফিলিস্তিনি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল- আল-জাজিরার প্রতিবেদন

নির্মাণের অনুমতি না থাকার অজুহাতে গেল বছর ৮ শতাধিক ফিলিস্তিনি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। একইসাথে ৯ নাবালক শিশুসহ ২৭ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও কমপক্ষে ৩ হাজার নিরপরাধ মুসলিমকে বন্দি করা হয়েছে। খোদ ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থার বরাতে আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে উঠে আসে এই তথ্য।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারটুকুও দেয়া হচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে পানি ও বৈদ্যুতিক লাইন। এছাড়াও বিপুল পরিমাণ ফসলি জমি ও খামার ধ্বংস করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাটি আরো জানায়, মাত্র ১ বছরে ৩ হাজারের বেশি অভিযান চালিয়ে এসব গ্রেফতার, বাড়ি ধ্বংস ও ফসলি জমি নষ্টের মতো হেন কর্মকাণ্ড চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

ভারত

আসামের বিধানসভায় রাষ্ট্র পরিচালিত সকল মাদরাসা বন্ধের বিল পাস, একাধিক জায়গায় মসজিদ ভাঙার চেষ্টা উগ্র হিন্দুদের

আসামের বিধানসভায় রাষ্ট্র পরিচালিত সকল মাদরাসা বন্ধের বিল পাস করেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার।

বিলটি অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে। নতুন আইন অনুযায়ী মাদরাসাতে আর কোনো সরকারি অর্থ ব্যয় করা হবে না। চলতি বছর এপ্রিলের মধ্যে ৭ শতাধিক মাদরাসা বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। ভেঙে ফেলা হবে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

হিমন্ত বিশ্বশর্মা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।শিক্ষামন্ত্রী আরো জানায়, শীঘ্রই বেসরকারি মাদরাসা বিষয়ে নতুন আরেকটি বিল উত্থাপন করা হবে। এতে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলাম প্রণয়নে সরকারি হস্তক্ষেপ ও নজরদারি জোরদারের প্রস্তাব রাখা হবে।

মুসলিম নেতারা বলছেন, পাশ হওয়া বিলটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। এটা সুস্পষ্ট নাগরিক ও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

এদিকে বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে নামাজ চলাকালীন মসজিদে হামলা চালিয়েছে উগ্র হিন্দুরা।

অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে অর্থ সংগ্রহে ডানপন্থী হিন্দু সংগঠনের আয়োজিত র‍্যালি থেকে এই হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, গেরুয়া পতাকাবাহী হিন্দুদের একটি দল মসজিদের ছাদে উঠে ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিয়ে মিনার ভাঙার চেষ্টা করছে। এসময় তারা নামাজরত মুসল্লিদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

এ ঘটনার তিন দিন আগে উজাইনের মুসলিম অধ্যুষিত বেগমবাগ এলাকায় একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে। বিজেপির যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আয়োজিত র‍্যালি থেকে স্থানীয় মুসলিমদের লক্ষকরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়াও উস্কানিমূলক মন্তব্য করে ধর্মবিদ্বেষ উগড়ে দেওয়া হয়। এসময় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে পালটা হামলা চালালে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এছাড়াও গেলো সপ্তাহে মন্দাসৌর জেলায় এক মসজিদে হামলা চালায় উগ্র হিন্দুরা।বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণের রায়ের পর থেকেই একের পর এক মসজিদ ভাঙার প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

এ বিষয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অপুরবানান্দ বলেন, ‘ভারতে দায়মুক্তির একটি সংস্কৃতি চালু হয়েছে। বিজেপি শাসিত সবকটি রাজ্যেই আমরা একই রকম ঘটনার বৃদ্ধি দেখতে পাব।’

তিনি আরো বলেন, সাম্প্রদায়িক হামলায় জনগণকে খোলা লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। তারা জানে তাদের কিছুই হবে না।

এদিকে ভারতে মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফের বরাতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের ৪০টি মুসলিম পরিবার হিন্দুদের নির্যাতনের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করছে। বারবার হয়রানির শিকার হয়ে তারা অবশেষে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কথিত লাভ জিহাদ আইন পাশ হওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে হামলা-নির্যাতন।

ইতোমধ্যে ডজনখানেক পরিবার হামলার শিকার হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন। আশ্রয়ের অভাবে পরিবারগুলো ফেরারি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ভারতে চলমান এই মুসলিম-নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিসরে কোনো আলোচনা নেই। নির্যাতিতদের ব্যাপারে এহেন নীরব ভূমিকা হিন্দুত্ববাদীদের দুঃসাহসী করে তুলছে।

বাংলাদেশ

টিকছড়িতে চাঁদা না দেওয়ায় যুবলীগ নেতার মাদরাসায় হামলা, আহত ১০ মাদরাসা-ছাত্র

ফটিকছড়িতে চাঁদা না দেওয়ায় নানুপুর দারুস সালাম ঈদগাহ মাদরাসায় অতর্কিত হামলা চালিয়েছে স্থানীয় যুবলীগ নেতা। এসময় ১০ মাদরাসা ছাত্র আহত হয়। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, যুবলীগ সন্ত্রাসীরা মাদরাসা নির্মাণ প্রকল্প হতে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে হামলা চালায় স্থানীয় যুবলীগ কর্মীরা। ট্রাক দিয়ে মাদরাসার মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করেন কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরের দিকে স্থানীয় যুবলীগের কিছু কর্মী লাঠিসোটা নিয়ে মাদরাসার গেইটে জড়ো হয়। আচানক তারা মাদরাসার ভিতরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এসময় এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা।

এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। তিনি বলেন, দখলের উদ্দেশ্যে দারুস ছালাম ঈদগাহ মাদ্রাসায় এহেন হামলার ঘটনা বরদাশত করা হবে না। দেশি-বিদেশি অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে ছাত্রদের রক্তাক্ত করার ঘটনা চরম ন্যাক্কারজনক।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে টিটিপির হামলা জোরদার, পাক রেজিমে আতঙ্কের ছায়া

গেলো সপ্তাহে পাকিস্তান জুড়ে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছে তেহরিক-ই-তালেবান। এরমধ্যে রাওয়ালপিন্ডির ফতেহ ঝং রোডে গোয়েন্দা সদস্যদের টার্গেট করে চালানো হামলায় ঘটনাস্থলেই এক ডিডেক্টিভ নিহত হয়।

পাক সেনাবাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে টিটিপির মাইন হামলায় বেশ কয়েকজন সৈন্য নিহত হয়। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের খাইসুর এলাকায় চালানো হয় এই হামলা। এসময় সামরিক গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়।এরপর মাহমান্দ এজেন্সি এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর কথিত শান্তি কমিটির উপর সপ্তাহের তৃতীয় হামলাটি চালায় টিটিপি। এসময় মুজাহিদদের গুলিতে কমিটির উপ-প্রধান নিহত হয়।

একই অঞ্চলের বাইজি তোরখাইল গ্রামে এক মুরতাদ সেনা সদস্যকে টার্গেট করে সপ্তাহের শেষ হামলাটি চালায় টিটিপির স্নাইপার শ্যুটার ইউনিট। এতে ঘটনাস্থলেই ওই সৈন্য নিহত হয়।টিটিপির ক্রমবর্ধমান হামলায় পাক রেজিমে আতঙ্ক নেমে এসেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোয় মুজাহিদিনের গুপ্তহামলায় তটস্থ সরকারি বাহিনী। জীবনের ভয়ে চাকুরি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে অনেক সৈন্য।

মালিতে আল-কায়েদার পৃথক পৃথক হামলায় নিহত অর্ধশত মুরতাদ সৈন্য, বিয়ের অনুষ্ঠানে ফরাসি বিমান হামলায় নারী-শিশুসহ শতাধিক মুসলিমের প্রাণহানি

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিযান টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। হামলায় ২ ফরাসি সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৩। নিহত সৈন্যদের পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করেছে ফ্রান্সের বোরখান ফোর্স।

দেশটিতে তিন ফরাসী সৈন্য হত্যার পাঁচ দিন পেরুতেই পুনরায় এই হামলার ঘটনা ঘটলো।এর আগে সাইগু অঞ্চলে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীদের একটি আস্তানা গুড়িয়ে দেয় মুজাহিদিন। সন্ত্রাসী দলটি দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয়দের হয়রানি করে আসছিল। চাঁদাবাজি, হত্যা-গুমসহ নানান অপরাধে যুক্ত ছিল তারা। মুজাহিদিনের ওই হামলায় সন্ত্রাসীদের কয়েকজন নিহত হয়।

এরপর দেশটির মুপটি রাজ্যে অপর এক হামলা চালায় মুজাহিদিন। এসময় ফরাসি তাবেদার সরকারের বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। ধ্বংস হয় ডজনখানেক সামরিকযান।

একইদিন কুসী ও হাম্বুরী শহরের মধ্যবর্তী সড়কে ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সামরিকযান টার্গেট করে হামলা চালায় মুজাহিদিন। এতে সামরিক গাড়িটি ধ্বংস হয়। এসময় গাড়িতে থাকা সৈন্যদের অনেকেই হতাহত হয়েছে।

দেশটির ডুয়েন্টজা এবং কোনির মধ্যবর্তী জায়গায় মালিয়ান মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে

মুজাহিদরা সপ্তাহের শেষ হামলাটি চালায়। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে মুসলিমদের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। গেলো সপ্তাহে রাজধানী বামাকো থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে বিমান হামলা চালায় সন্ত্রাসী ফ্রান্স।

স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, এই হামলায় নারী-শিশুসহ শতাধিক মুসলিম নিহত হয়েছে। তবে ফরাসি সরকার দাবি করেছে, তারা আল-কায়েদা সদস্যদের টার্গেট করে হামলাটি চালিয়েছে।মুজাহিদিনের সাথে পেরে না উঠে নিরীহ সিভিলিয়ানদের হামলার টার্গেট বানিয়েছে ফ্রান্স। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আল-কায়েদা মুজাহিদরা এহেন হামলার কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সোমালিয়া

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার-মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধশত হামলা, ৩ সংসদসদস্য সহ নিহত ৬০

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার-মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধশত অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন।

সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত এসবের ২০ হামলায়ই সোমালীয় সরকারের উচ্চপদস্থ ৩ সংসদসদস্য, নির্বাচন কমিশনের ৩ কর্মকর্তা, ৮ কমান্ডার, ৯ কমান্ডো ও ৫ তুর্কি সৈন্যসহ মোট ৬০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ক্রুসেডার জোট-বাহিনীর অর্ধশতাধিক সৈন্য।

হামলায় শত্রুপক্ষের ৩টি সামরিযান ও একটি মোটরবাইক বিধ্বস্ত হয়। ১টি করে সামরিকযান এবং মোটরবাইকসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ৩০ হামলায় শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব এখনো জানা যায়নি।

সিরিয়া

সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশে ক্রুসেডার রাশান ঘাঁটিতে বীরত্বপূর্ণ হামলা, নিহত ২০ রুশ সৈন্য

সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। এতে অন্ততপক্ষে ২০ রাশিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অফিসিয়াল 'শাম আর-রিবাত' মিডিয়া কর্তৃক নতুন একটি অভিযানের বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে, যা নতুন বছরের ৯লা জানুয়ারি শনিবার খুব ভোরে রাক্কা প্রদেশের তাল-আস-সামানে অবস্থিত দখলদার রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিতে পরিচালনা করা হয়েছে। বার্তাটিতে ততক্ষণাৎ হামলায় হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

বেশ কিছু সময় যাওয়ার পর এই হামলার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে থাকে সিরিয়ান ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আল-কায়েদা সমর্থক প্রসিদ্ধ একাউন্টগুলো। এসব বিবরণে বলা হয়েছে, প্রথমে একজন মুজাহিদ ভারী বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে ঘাঁটির ভিতরে খুব দ্রুততার সাথে ঢুকে পড়েন এবং গাড়ি বোমাটি বিস্ফোরণ করেন। এরপর বাহিরে অপেক্ষমান ২জন মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং আহত ও দিকহারা রাশিয়ান সৈন্যদের টার্গেট করে হত্যা করতে থাকে। অতঃপর উক্ত দুইজন মুজাহিদ নিরাপদে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসেন।

সাবাত নিউজ এজেন্সীর বর্ণনা অনুযায়ী, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের বীরত্বপূর্ণ এই হামলায় দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘটনাস্থল।

খোরাসান

আফগানিস্তানজুড়ে তালেবানের শতাধিক হামলা, কাবুল বাহিনীর ৫ শতাধিক সৈন্য নিহত

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় গেলো সপ্তাহে আফগানিস্তান জুড়ে শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। মুজাহিদদের পরিচালিত এসব হামলায় মার্কিন তাবেদার বাহিনীর অন্তত ৫ শ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো সাড়ে চারশ। মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়েছে অপর ৮০ জন মুরতাদ সৈন্য।

হামলায় কাবুল বাহিনীর প্রায় ৭০টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। এই সিরিজ অভিযানে ২ জেলাশহর, শখানেক সামরিক ঘাঁটি ও চেকপোস্ট ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। মুজাহিদরা ৪৪টি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

অপরদিকে গেলো সপ্তাহেও কাবুল বাহিনীর তালেবানে যোগদান অব্যাহত ছিল। নতুনকরে ৩০৪ সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদিনের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। যোগ দেওয়া এসব সৈন্যকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে ইমারতে ইসলামিয়া।